প্রথম আলো

3 JAN 2017

প্রথম শ্রেণির বাংলা বই

বর্ণ শেখাতে ওড়নার উদাহরণে সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সরকার থেকে বিনা মূল্যে বিতরণ করা প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে শিশুদের বর্ণ শেখাতে ওড়নার উদাহরণ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকেও সমালোচনা করে মন্তব্য করছেন অনেকে।

গত রোববার বছরের প্রথম দিনে সারা দেশে উৎসব করে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে নতুন পাঠ্যবই দেয় সরকার। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এসব বই প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির 'আমার বাংলা বই'-এর বর্ণ শিখি অধ্যায়ে (পাঠ-১২) 'ও' বর্ণ শেখাতে গিয়ে একটি কন্যাশিশুর গায়ে ওড়না জড়িয়ে থাকার চিত্র দেওয়া হয়। চিত্রটির নিচে লেখা হয় 'ওড়না চাই'। শিশুদের হাতে বই যাওয়ার পর এটি জানাজানি হলে সমালোচনা শুরু হয়। কেউ কেউ বলছেন, যেখানে ছেলেমেয়ে সবাই এই বইটি পড়বে এবং বর্ণ শিখবে, সেখানে এ রকম উদাহরণ দেওয়া কোনোভাবেই ঠিক হয়নি। কেউ কেউ বলছেন, প্রথম শ্রেণির একটি শিশুকে এই ধরনের পোশাক দিয়ে বর্ণ শেখানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। 'ও' নিয়ে আরও অনেক শব্দের উদাহরণ দেওয়া যেত। অবশ্য ওই পাঠের আরেক জায়গায় 'ওল' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে।

> প্রথম শ্রেণির 'আমার বাংলা বই'-এর বর্ণ শিখি অধ্যায়ে (পাঠ-১২) 'ও' বর্ণ শেখাতে গিয়ে একটি কন্যাশিশুর গায়ে ওড়না জড়িয়ে থাকার চিত্র দেওয়া হয়। চিত্রটির নিচে লেখা হয় 'ওড়না চাই'

জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, যাঁরা এই বইটি লিখেছেন, তাঁরা কোন দৃষ্টিতে এই উদাহরণ দিয়েছেন, সেটা কথা বলে দেখতে হবে।

জানা গেছে, এবারের পঞ্চম শ্রেণির বই থেকে হুমায়ুন আজাদের বই কবিতাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন বই থেকে কিছু কিছু লেখা বাদ দিয়ে নতুন কিছু লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে এনসিটিবির কর্মকর্তাদের মধ্যেই আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেন, নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে বই লেখার পর সেগুলো আরও ভালো করার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে মতামত (ট্রাইআউট) নেওয়া হয়। তার ভিত্তিতে এবার কিছু সংশোধন আনা হয়েছে।

এদিকে গতকালও কিছু কিছু বিদ্যালয়ে সব বই না পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন অভিভাবক *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর মেয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু ধর্ম ও আনন্দ পাঠবই গতকালও পায়নি। এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরাও এ রকম কিছু কিছু অভিযোগ পেয়েছেন। তবে তাঁরা ঠিকই সব বই পাঠিয়েছেন। হয়তো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কারণে এমনটি করে থাকতে পারে। তবে তাঁরা আশা করছেন, দু-এক দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

গত রোববার সারা দেশে উৎসব করে বিনা মূল্যে বই বিতরণ করে সরকার। এবার প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য মোট ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যবই ছাপা হয়েছে।